দামুড়হুদায় পূর্ব শত্রুতার জেরে দেড় বিঘা জমির ফলন্ত পেঁপে গাছ কর্তন

দামুড়হুদা উপজেলার কোষাঘাটা গ্রামে পূর্ব শত্রুতার জের ধরে রাতের আধারে দেড় বিঘা জমির ফলন্ত পেঁপে গাছ কেটে দিয়েছে দূর্বৃত্তরা। এই ঘটনায় জাফর ইকবল মিল্টন বাদি হয়ে ৪ জনের নাম উল্লেখ করে দামুড়হুদা মডেল থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে।

গত মঙ্গলবার রাতের আধারে কোষাঘাটা জিয়াখালির মাঠে দেড় বিঘা জমির পেঁপে গাছ কেটে দেয়। সরেজমিনে গিয়ে ও অভিযোগ সূত্রে জানা যায়, দামুড়হুদা উপজেলার কোষাঘাটা গ্রামের তমিজ উদ্দিনের ছেলে জাফর ইকবাল ওরফে মিলটনের জিয়াখালী নামক মাঠে দেড় বিঘা জমি রয়েছে। উক্ত জমিতে চাষকৃত ফলন্ত পেঁপে গাছ কেটে দেই শত্রুতামূলক। সকালে মিল্টন পেপের জমিতে গিয়ে দেখে সব পেঁপে গাছ কাটা। এমতাবস্থায় দিশে মিশে না পেয়ে জাফর ইকবল বাদি হয়ে কোষাঘাটা গ্রামের দেলোয়ার হোসেনের ছেলে মিলন হোসেন, ইয়াছনবি মন্ডল এর ছেলে আবুল কাসেম মন্ডল, আবুল কাশেমের ছেলে পারভেজ হোসেন ও নবীছদ্দীনের ছেলে দেলোয়ার হোসেনসহ অজ্ঞাত ১০ জনের নাম উল্লেখ করে দামুড়হুদা মডেল থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে।

জাফর ইকবল মিল্টন বলেন, উল্লেখিত ব্যক্তিদের সাথে আমাদের বিরোধ চলিয়া আসিতেছে। উক্ত বিরোধের কারণে কিছুদিন যাবৎ তারা আমার ও আমার পরিবারের লোকজনদের বিভিন্ন ধরনের হুমকী দিয়া আসিতেছিল। ইতিপূর্বে তারা আমাদের বলেছিল সময় মত তাহারা আমাদের জমির ও জমিতে থাকা ফসলের ব্যবস্থা করে দিবে। গত ৬০ বছর যাবৎ উক্ত জমিতে আমরা চাষাবাদ করে ভোগ দখল করে আসছি।

বর্তমানে ঐ জমিতে পেঁপে গাছ লাগানো আছে। আমরা অনেক কষ্ট করে আমাদের জমিতে পেঁপে চাষ করেছিলাম। আমাদের জমিতে বর্তমানে পেঁপে গাছে ফল ভরপুর অবস্থায় ছিল। উল্লেখীত ব্যক্তিরা বিরোধের জের ধরে তাহাদের পূর্ব পরিকল্পিতভাবে ধারালো দেশীয় অস্ত্র হাসুয়া ও দা নিয়ে সজ্জিত হইয়া আমার পেঁপে গাছ কেটে দিয়েছে। ফলসহ পেঁপে গাছ আমার আনুমানিক সাড়ে ৩ লক্ষ টাকা ক্ষতি হয়েছে। আমি এই ক্ষতির

বিচার চাই।

দামুড়হুদা মডেল থানার এস আই রাসেদ বলেন, পেপে গাছ কাটা মর্মে একটি অভিযোগ পেয়েছি তদন্তপূর্বক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

ঝিনাইদহে জমি-জমা সংক্রান্ত বিরোধের জেরে কৃষককে পিটিয়ে হত্যা

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে জমি-জমা সংক্রান্ত বিরোধে নায়েব আলী (৬২) নামে এক কৃষককে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে। নিহত নায়েব আলী উপজেলার মালিয়াট গ্রামের বাসিন্দা। বুধবার সকাল ১০টার দিকে নায়েব আলী বাড়ির পাশে বসে ছিল।

এসময় প্রতিপক্ষের ইউনুছ আলী ও তার ছেলে আল-আমিন এসে তার উপর হামলা করে। তারা বাশের লাঠি দিয়ে উপর্যপুরি পিটিয়ে জখম করে ফেলে রেখে যান। এসময় প্রতিবেশিরা তাকে উদ্ধার করে কালীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে আনার পথে তিনি মারা যান।

স্থানীয়রা জানিয়েছে, নিহত নায়েব আলীর বোনের জমি কেনে প্রতিবেশি ইউনুছ আলী। ওই জমি দখলকে কেন্দ্র করে দির্ঘদিন ধরে দুই পরিবারে বিরোধ চলে আসছিল। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে আজ সকালে নায়েব আলীকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়।

কালীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের মেডিকেল অফিসার ডাক্তার খালিদ হাসান জানান, নায়েব আলীকে হাসপাতালে আনার আগেই মারা গিয়েছিল। ধারনা করা হচ্ছে লাঠির আঘাত ও অতিরিক্ত রক্ষ ক্ষরণের কারনে মারা গেছে।

কালীগঞ্জ থানার ওসি শহিদুল ইসলাম হাওলাদার জানান, সংবাদ পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। মরদেহ হাসপাতালে রয়েছে, এখন ময়না তদন্তের জন্য মর্গে পাঠানো হবে। জমি-জমা সংক্রান্ত বিরোধে তাকে হত্যা করা হয়েছে বলে স্থানীয়রা জানিয়েছে। আসাামিদের আটকের চেষ্টা

□□□□ □□□ □□□ □□□□□□